গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপপরিচালক
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, খুলনা বিভাগ, খুলনা

এবং

মহাপরিচালক
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০২৪ - ৩০ জুন, ২০২৫

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
প্রস্তাবনা	৪
সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি	৫
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব	৬
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৭-১০
অঙ্গীকারনামা	১১
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	১২
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক	১৩-১৫
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	১৬
সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৪-২৫	১৭
সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২৪-২৫	১৮
সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২৪-২৫	১৯
সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২৪-২৫	২০
সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২৪-২৫	২১

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (বিগত ৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর অগ্নিকান্ডসহ যেকোন দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় প্রথম সাড়াদানকারী সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। অত্র অধিদপ্তরের আওতাধীন ০৮টি বিভাগের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হল খুলনা বিভাগ। গতি, সেবা ও ত্যাগের মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে অত্র বিভাগের আওতাধীন কর্মীরা দিন-রাত ২৪ ঘন্টা মানুষের কল্যাণ ও সেবায় নিয়োজিত। জনগণের দোরগোড়ায় অত্র অধিদপ্তরের সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে খুলনা বিভাগে ৬৩টি ফায়ার স্টেশন চালু করা হয়েছে এবং ১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের কার্যক্রম চলমান।

- ❖ খুলনা বিভাগের আওতাধীন ফায়ার স্টেশন কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৮৪২টি, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২০৩৪ টি এবং ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ২৬৫২টি অগ্নিনির্বাপণের ফলে মোট ৩৭২,৭১,৫৮,৩০০/- টাকার সম্পদ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।
- ❖ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে সড়ক দুর্ঘটনা, নৌ-দুর্ঘটনা, রেল দুর্ঘটনা, পাহাড় ধ্বস এবং ঘুর্ণিঝড় জলোচ্ছাস এবং জঙ্গি আস্তানাসহ অন্যান্য দুর্ঘটনায় সফলতার সাথে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ২০২১ সালে ২১৯২ জন ২০২২ সালে ২০৩২ জন ও ২০২৩ সালে ১৭৭৯ জনকে জীবিত উদ্ধার।
- ❖ অত্র দপ্তরের কর্মীদের মনোবল এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অত্র দপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন ফায়ার স্টেশন হতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের খুলনা বিভাগীয় সদর দপ্তরের মাধ্যমে অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণসহ বহুতল ও বাণিজ্যিক ভবনের অগ্নিনির্বাপণের জন্য অত্র বিভাগে ব্রেভহার্ট কোর্স, MFR & CSSR ও Crush Programme চলমান আছে।
- ❖ ভূমিকম্প দুর্ঘটনায় উদ্ধার কাজ করার জন্য USAR টিম, স্পেশাল ফায়ার ফাইটিং এবং ওয়াটার রেসকিউ টিম গঠন করা হয়েছে।
- ❖ অগ্নিসেনাদের শারীরিক ফিটনেস রাখার জন্য ০১টি ফায়ার স্টেশনে পিটি আইটেম স্থাপন করে মিনি ট্রেনিং সেন্টারে রূপান্তর করা হয়েছে।
- ❖ এছাড়াও ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ধারকাজে সহযোগিতা করার জন্য CDMP ও অন্যান্য এনজিও এর সহযোগিতায় খুলনা সিটি কর্পোরেশনসহ অন্যান্য জেলা শহরের স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভলান্টিয়ার তৈরির কার্যক্রম চলমান আছে। ইতোমধ্যে ৫০২ জন কমিউনিটি ভলান্টিয়ার তৈরি করা হয়েছে।
- ❖ অত্র বিভাগে অগ্নিনির্বাপণ খাতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৮০,৫৯,৮৪৪/-টাকা, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৮৫,০২,৮৭৯/-টাকা, ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ৮৯,৬৮,৭০৮./- টাকা এবং ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের মার্চ/২৪ পর্যন্ত ৭৬,১৬,৩০৪/-টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

শহর এলাকায় অগ্নিনির্বাপণের জন্য পর্যাপ্ত পানির অভাব, পর্যাপ্ত হাইড্রেন্ট ব্যবস্থা না থাকা, ট্রাফিক জ্যাম ও অপ্রশস্থ রাস্তাঘাটের কারণে অগ্নিনির্বাপণ কষ্টকর। বহুমাত্রিক ঝুঁকিপূর্ণ অগ্নিকান্ড, অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও শিল্পায়ন এবং বিদ্যমান আইন বিধি-বিধান না মেনে ভবন নির্মাণ ও আবাসিক এলাকায় কেমিক্যাল দোকান পাট, গোডাউন স্থাপনের ফলে অগ্নিকান্ডসহ অন্যান্য দুর্ঘটনায় অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনায় কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ছে। আধুনিক ও যুগোপযোগী উদ্ধার সরঞ্জামাদির স্বল্পতা, জনবল স্বল্পতাসহ নানাবিধ জটিলতা মোকাবিলার কারণে অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পরিচালনা ব্যহত হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

(১) খুলনা বিভাগীয় সদর দপ্তর ভবনটি অত্যন্ত পুরাতন ও জরাজীর্ন হওয়ায় বিদ্যমান ভবন ভেঙ্গে নতুন ভবন নির্মাণ (২) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, খুলনা বিভাগে প্রস্তাবিত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিভাগীয় ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন কার্যক্রম বাস্তবায়ন (৩) খুলনা বিভাগীয় সদরে ১টি বহুতল স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ (৪) খুলনা বিভাগের ৫টি স্টেশনে নূতন ভেহিকেল শেড নির্মান (৫) খুলনা বিভাগে প্রতি জেলায় নূন্যতম ৪০ জন ভলান্টিয়ার প্রশিক্ষণ প্রদান ও তালিকাভুক্তকরণ (৬) পরিত্যক্ত ভবনসমূহ কনডেম ঘোষণা করত: তথায় নতুন ভবন তৈরি (আবাসিক/অনাবাসিক) । (৭) যশোরে বিমান বন্দর থাকায় ১টি ক্রাশ টেন্ডার সরবরাহ প্রয়োজন। (৮) শিল্পাঞ্চল হওয়ায় বাগেরহাট জেলার ইপিজেড ফায়ার স্টেশনে এবং সাতক্ষীরা জেলায় ১টি করে বিশেষ পানিবাহী গাড়ী সরবরাহ প্রয়োজন।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- ➢ অগ্নিকান্ডসহ যে কোন দুর্ঘটনায় ১০০ ভাগ সাড়া প্রদান করা হবে;
- ➢ দুর্ঘটনায় আক্রান্তদের ১০০ ভাগ উদ্ধারপূর্বক চিকিৎসালয়ে স্থানান্তর করা হবে;
- ➢ ১০৯০ টি অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসার মহড়া পরিচালনা করা হবে;
- ➢ অগ্নিনিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ৮৭০টি বিভিন্ন শিল্পসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হবে;
- ➢ অগ্নিনির্বাপণী ৪৭০টি মৌলিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১৪১০০ জনকে প্রশিক্ষিত করা হবে;
- ➢ জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে ৯০০টি টপোগ্রাফি ও গণসংযোগ পরিচালনা করা হবে;
- ➢ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণে ২৪৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;
- ➢ ৩২টি ফায়ার স্টেশন পরিদর্শন করা হবে।

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

উপপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স খুলনা বিভাগ, খুলনা

এবং

মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
এর মধ্যে ২০২৪ সালের জুন মাসের ২৪ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন: